চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩খ্রি.

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে চাই জনসচেতনতা : মেয়র

পথচারী ও চালকদের সচেতনতা চট্টগ্রাম নগরীতে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার নগরীর ষোলশহর ২ নং গেট জংশনে ফুটওভার ব্রীজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় পুরো নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তবে, বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত কমানো এক বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য নগরীজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে ফুটওভার ব্রিজ গড়ে তুলছি। তবে, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে চাই জনসচেতনতা। জনগণ ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করলে, নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালালে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মোঃ মোরশেদ আলম, জোবাইরা নার্গিস খান, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড মাসুম চৌধুরী, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ, মোঃ শাহিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী আবু ছিদ্দীক, রিফাতুল করিম।

মোহরা ওয়ার্ডের উন্নয়নে শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করছিঃ মেয়র রেজাউল

একসময়ের অবহেলিত মোহরা ওয়ার্ডের উন্নয়নে শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

মঙ্গলবার মোহরা ওয়ার্ডে দেওয়ান মহসিন সড়ক, পল্টনিয়া তালুকদার সড়ক, কাজী বাড়ি সড়ক এবং বাদামতল মোড় সংলগ্ন শাহাজী চত্বর উদ্বোধন করার পর সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, শহরের প্রান্তিক অঞ্চলে থাকায় ভৌগোলিক কারণে যে কয়েককটি ওয়ার্ড পিছিয়ে আছে তার একটি মোহরা। একারণে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যবদলে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি।

"বর্তমানে ১০ টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে মোহরা ওয়ার্ডে ৬৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, আরো ফান্ড যোগ করে মোট ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পুরো মোহরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হবে। মোহরা ওয়ার্ডটি পতেঙ্গা, ইপিজেড ও বিমানবন্দরের সন্নিকটে হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে এ ওয়ার্ডেও শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়ে মানুষের ভাগ্য বদল হবে।"

বর্তমান সরকার দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে জানিয়ে মেয়র বলেন, শেখ হাসিনার মূল লক্ষ্য দরিদ্রদের ভাগ্যোন্নয়ন। একারণে টিসিবির মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষদের ন্যুনতম মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে নতুন বই ও বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফ্লাইওভার, টানেল, ইকোনোমিক জোন, এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে চট্টগ্রামকে বিশ্ববাণিজ্যের হাব হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান ও মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আবদুচ ছালাম বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। একারণে চট্টগ্রামের মানুষ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পক্ষেই আগামী নির্বাচনে মত দিবেন। তবে, নানামুখী ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ঘরে বসে থাকা চলবেনা। বিশেষ করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ নারী ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

সভায় কাউন্সিলর কাজী নুরুল আমিন মামুনের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মোঃ মোরশেদ আলম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড মাসুম চৌধুরী, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ, মোঃ শাহিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী আবু ছিদ্দীক, রিফাতুল করিম। হানিফ খানের সঞ্চালনায় সভায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ'র সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এস এম আনোয়ার মীর্জা, মো. ফারুক, হাসান মুরাদ চৌধুরী, নাজিমুদ্দিন চৌধুরী, শেখ আহম্মদ, জমির উদ্দিন, মো. জসিম, মো. আরজু, মো. কফিল, মো. তসলিম, মো. আয়াজ, মো. শফি, মো. খোকন, মো. সরোয়ার।

চসিক ভ্রাম্যমান আদালত

বহদ্দার হাট মোড় থেকে কামাল বাজার পর্যন্ত রাস্তা এবং ফুটপাত দখল করা অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার বহদ্দার হাট মোড় থেকে কামাল বাজার পর্যন্ত কালুর ঘাট রোডের অবৈধ স্থাপনা ও দোকান পাট উচ্ছেদে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ্‌রীন ফেরদৌস এর নেতৃত্বে নগরীর বহদ্দার হাট মোড় থেকে কামাল বাজার পর্যন্ত রাস্তা এবং ফুটপাত দখল করে অবৈধ দোকান বসানোর দায়ে এবং দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনার স্তুপ থাকায় ১২ ব্যাক্তিকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮